পরীক্ষায় নকল রোধে সংসদীয় সাব কমিটির সুপারিশ

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় সাব-কমিটি পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে নকলপ্রবণ পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল, উপজেলায় একের অধিক কেন্দ্র বন্ধ করা ও পরীক্ষা কেন্দ্রের নিরাপত্তা প্রাচীর থাকা বাধ্যতামূলক করাসহ ২৬ দফা সুপারিশ করেছে। প্রায় দু'বছরের অধিককাল আগে গঠিত পাঁচ সদস্যের এ সাব-কমিটি তার প্রাথমিক রিপোর্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত মূল কমিটিতে পেশ করেছে।

সরকারি দলের হুইপ উপাধ্যক্ষ আবদুস শহীদকে আহ্বায়ক করে গঠিত সাব-কমিটির সদস্যরা পাঁচ দফা বৈঠকে মিলিত হয়ে বর্তমান পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকলের সার্বিক অবস্থা এবং পাব পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থ পর্যালোচনা করে এবং এ বিষয়ে বি পেশার সুধীজনদের মতামত গ্রহণ সুপারিশ প্রণয়ন করেছে। সাব-কমি

নকল : পৃষ্ঠা : ৬ কলাম : ৪

নকল : রোধে সংসদ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

সদস্যরা হলেন অধ্যাপক মোঃ আবদুল কুদ্দুস, বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী, বেগম রওশন এরশাদ ও মোঃ মশিউর রহমান।

সাব-কমিটির সুপারিশে পাবলিক পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা হয়েছে। এ সম্পর্কিত সুপারিশগুলোর ১ রয়েছে পাবলিক পরীক্ষায় একাধারে খারাপ ফলাফল করা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বন্ধ করে দেয়া, একই শিক্ষকের একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করাকে সরকারি আদেশ বলে নিষিদ্ধ করা, যে প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা কেন্দ্র হবে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপালন থেকে বিরত রাখা, যে বিষয়ে ছাত্রছাত্রী অধিক ফেল করে বা অসদুপায়ের জন্য বহিষ্কৃত হয়, এ জন্য সে বিষয়ের শিক্ষককে জবাবদিহির ব্যবস্থা করা। সুপারিশে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধির পাশাপাশি পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে সাহসী পদক্ষেপের জন্য পুরস্কার নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে।

সাব-কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অন্য সুপারিশগুলো হল– শ্রেণী কক্ষে ছাত্র ও শিক্ষক কর্তৃক পরস্পরকে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা বোর্ডের কর্মচারীদের আন্তঃদলির ব্যবস্থা করা, সব শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষা বিভাগ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, প্রশাসনসহ সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে নকল প্রতিরোধ করা রাজনৈতিকভাবে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দখলদারিত্ব বন্ধ করা, জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে প্রত্যেক থানায় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, ইউপি চেয়ারম্যান, ছাত্র ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সভা আয়োজন করা, নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতকার্যদেরই কেবল পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা বাজারে বিভিন্ন প্রকাশনীর গাইড বই বিক্রয় বন্ধ করে শুধু জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ডের অনুমোদিত গাইড বই পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা, বোর্ডের বইয়ের প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রশ্নপত্র রাখার ব্যবস্থা করা, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরিতে বিশেষ গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা কার্যকর করা এবং পরীক্ষায় দুর্নীতি ও নকল প্রতিরোধে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলা।

মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সাব-কমিটির রিপোর্ট নিয়ে আলোচনা করা হয়। কমিটির সভাপতি নুরুল ইসলাম নাহিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা চিন্তা করে পরীক্ষায় নকল ও দুর্নীতি রোধ করতে হবে। কমিটির সদস্যরা এ ব্যাপারে গণসচেতনতা সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং এ ব্যাপারে সহযোগিতার জন্য সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষসহ সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। কমিটি একই সঙ্গে দুর্নীতি ও নকলে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির পক্ষে মতামত দিয়েছে।

বৈঠকে কমিটির সদস্য শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, বেগম রাজিয়া মতিন চৌধুরী, বেগম রওশন এরশাদ, আলমগীর কবির ও মোঃ মশিউর রহমান অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষা সচিব সাদত হুসেইনসহ সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। কমিটি সূত্র জানায়, বৈঠকে জানানো হয়, এবার এসএসসি থেকেই গ্রেডেশন পদ্ধতি চালু করা হবে। তাছাড়া আগামীতে কোন পরীক্ষার্থী যে বা যেসব বিষয়ে ফেল করবে, পরবর্তী সময়ে তাদের কেবল সে বা সেসব